ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

যে কারণে কাজলের সঙ্গে কথা বলতেন না রানি

পৃঃ ৫

আইপিএলে মোহিতের লজ্জার রেকর্ড, পান্তের ঝড়

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ১১৬ ● কলকাতা ● ১৬ বৈশাখ, ১৪৩১ ● সোমবার ● ২৯ এপ্রিল, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

'সিপিএম-বিজেপির ভাল প্রার্থী কোথায়,

কাগজে বিজ্ঞাপন দিলে ভাল প্রার্থী পেত', খোঁচা অভিষেকের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ডায়মন্ড হারবার থেকে ভোটে লড়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী। যদিও পরে মত বদল করেন। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও হুঙ্কার দিয়েছিলেন, ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্র এবার বিজেপিই জিতবে। প্রয়োজনে অন্য কাউকে ভোটে দাঁড় করিয়ে অভিষেককে হারাবেন। বিজেপির একাধিক জোরদার মুখ নিয়ে চর্চা হলেও পরে অভিজিৎ দাস ওরফে ববির নাম ঘোষণা করে বিজেপি। অন্যদিকে সিপিএম প্রতিকুর রহমানকে এখানে দাঁড় করিয়েছে।

ডায়মন্ড হারবার: ভোট ঘোষণার পর নিজের সংসদীয় কেন্দ্রে প্রথম নির্বাচনী সভা করলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আর রবিবারের এই সভামঞ্চ থেকে একযোগে বাম-বিজেপিকে কটাক্ষ করতে শোনা গেল ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্রের দু'বারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। বললেন, সিপিএম-বিজেপি খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিত, তাহলে এর থেকে ভাল প্রার্থী দাঁড় করাতে পারত।

ডায়মন্ড হারবার থেকে ভোটে লড়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী। যদিও পরে মত বদল করেন। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও হুঙ্কার দিয়েছিলেন, ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্র এবার বিজেপিই জিতবে। প্রয়োজনে অন্য

এরপর ৩ পাতায়

প্রয়াত কংগ্রেস নেতা গনি খান চৌধুরীর এলাকায় দাঁড়িয়ে

কংগ্রেসকে বিঁধলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন:

প্রয়াত কংগ্রেস নেতা গনি খান চৌধুরীর এলাকায় দাঁড়িয়ে কংগ্রেসকে বিঁধলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বললেন, "সিপিএমের সঙ্গে কংগ্রেসকে জোট বাঁধতে বারণ করেছিলাম। দু'টি আসনও ছাড়তে চেয়েছিলাম। কিন্তু ওরা শোনেনি।" মালদহ দক্ষিণ লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী শাহনাওয়াজ আলি রায়হানের সমর্থনে প্রচারে গিয়ে সুজাপুরের সভা থেকে বাংলার কংগ্রেস-সিপিএমের জোট নিয়ে খড়্গহস্ত হন মমতা।গত বিধানসভা ভোটে মালদহে ফলাফলের কথা উল্লেখ করে মমতা বলেন, "মনে রাখবেন, মালদহ লোকসভা কিন্তু আগে কখনও তৃণমূল পায়নি। একুশের বিধানসভায় আপনারা আমাদের ঢেলে ভোট দিয়েছিলেন বলে বিজেপিকে আটকাতে পেরেছিলাম, তা হলে এ বারেও নয় কেন?" এর পর তিনি যোগ করেন, "ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। ভুল ত্রুটি যদি কেউ করে, তাতে দলের উপর অভিমান হলে মানুষের কাছে ভুল স্বীকার করা উচিত। আপনারা বিধানসভায় গনি সাহেবকে জিতিয়েছিলেন। মালদহকে মর্যাদা দিয়ে তাঁকে ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান করি। তিনি এলাকায় আসতে সময় পান না। তাই এখন থেকে এখানটা আমি নিজে দেখব।" প্রসঙ্গত, মালদহ দক্ষিণ লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী রায়হানকে লড়াই

এরপর ৩ পাতায়

কেন্দ্রীয় বাহিনীতেই

এখন বিপদ দেখছে বাংলার পদ্ম শিবির

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : লোকসভা নির্বাচন ঘোষণার অনেক আগে থেকেই বাংলার বুকে ছোট-মাঝারি বিজেপি নেতাদের সঙ্গে দলের রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের গলাতেও বেশ হুমকির সুরে একাধিকবার শোনা গিয়েছে, 'এবার দিদির নয়, দাদার পুলিশ দিয়ে ভোট হবে।আর এখানেই প্রশ্ন উঠেছে, তবে কি ভোটের রণক্ষেত্রে নিজেদের 'রক্ষাকবচ' হিসেবে যাদের ভাবতে শুরু করেছিল বিজেপি, সেই কেন্দ্রীয় বাহিনীতেই এখন বিপদ দেখছে বাংলার পদ্ম শিবির? সুকান্ত ও বিস্তার মুখে পরপর বাহিনী নিয়ে অসন্তোষ উঠে আসায়, সেই সম্ভাবনাই জোরালো বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। সঙ্গে অভিমত, প্রবল চাপের মুখে দিশাহারা অবস্থা সুকান্ত, বিস্তার মতো হেভিওয়েট প্রার্থীদের। তাঁরা নিজ নিজ 'গড়' রক্ষা করতে পারবেন কিনা, সেই আশঙ্কায় আগাম অজুহাতের রাস্তা তৈরি করে রাখছেন তাঁরা! তবে একই সঙ্গে ওয়াকিবহাল মহলের ধারনা, শীতলকুচির ঘটনা কেন্দ্রীয় বাহিনীর ভূমিকা নিয়ে দেশজুড়েই প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন মোদি সরকার যেভাবে গত ১০ বছর ধরে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে চলেছে তাতে দেশবাসীর একটা বড় অংশই মনে করছেন, এই বাহিনীর

এরপর ৩ পাতায়

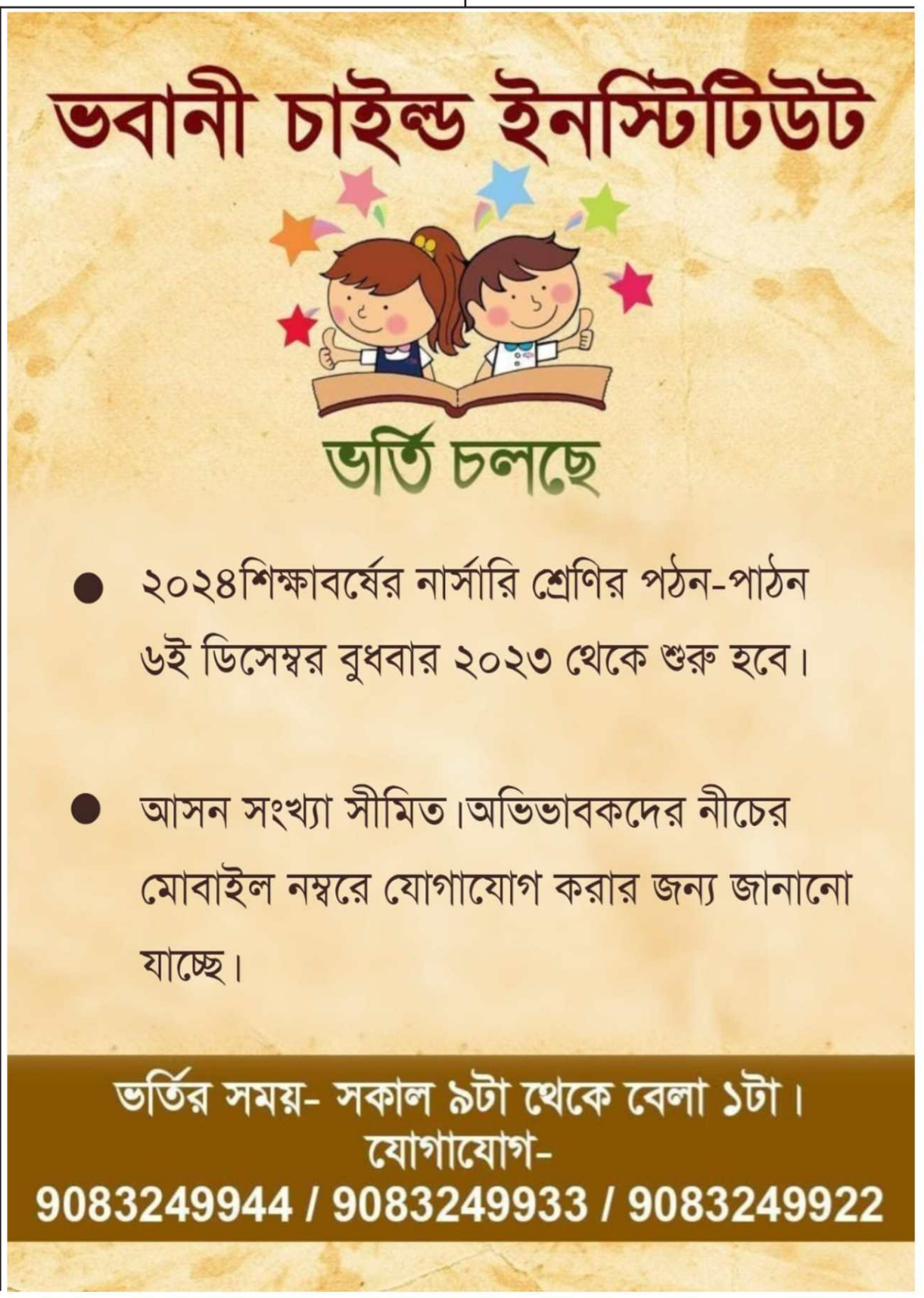

হাসনাবাদ বিস্ফোরণে ধৃত

বিজেপি নেতার ভাই

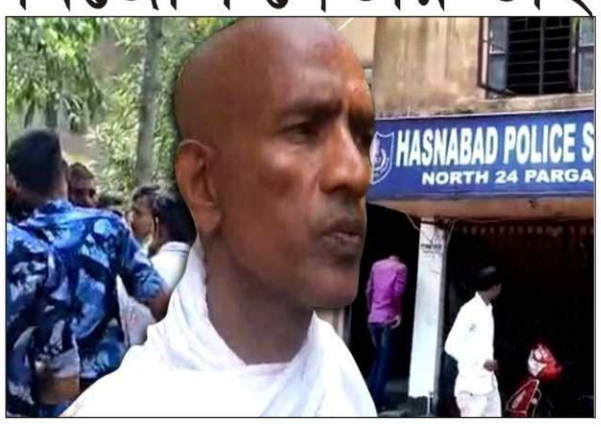

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : হাসনাবাদ বিস্ফোরণে ধৃত বিজেপি নেতার ভাই। রাতভর জিজ্ঞাসাবাদের পর রবিবার সকালে তাঁকে গ্রেপ্তার করল হাসনাবাদ পুলিশ। ঘটনার পর শনিবার রাতে ঘটনাস্থলে আসে সিআইডি, বম্ব ডিসপোজাল স্কোয়াড ও ফরেনসিক বিভাগের অফিসাররা। তাঁরা এসে তদন্তের পর এদিল সকালে দিলীপ দাস আজকে গ্রেপ্তার করে হাসনাবাদ থানার পুলিশ।ততক্ষণে ঘটনাস্থলে অগণিত বিজেপি কর্মী-সমর্থক ভিড় জমান। পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন তাঁরা। যদিও পদ্মশিবিরের স্থানীয় নেতা-কর্মীদের দাবি, ভোটের মুখে তৃণমূল ওই বাড়িটিতে বোমা রেখেছে। যদিও বিজেপি নেতা নিমাইয়ের দাবি, কে বা কারা বোমা মজুত করে রাখল, তা তিনি বুঝতে পারছেন না। বিষয়টি নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়। তড়িঘড়ি তদন্তে নামে পুলিশ, সিআইডি, ফরেনসিক বিভাগ। রাতভর তদন্তের পর বিজেপি নেতার আত্মীয়কে হেফাজতে নিল তারা।আজই তাঁকে তোলা হবে বসিরহাট আদালতে। পুলিশের সন্দেহ, কৌটো বোমা বিস্ফোরণ ঘটেছিল।

বিজেপি নেতা নিমাই দাসের ভাই দিলীপ বসিরহাটের হাসনাবাদের শিমুলিয়া কালীবাড়ির বাসিন্দা। শনিবার বেলা ১১টা নাগাদ বিজেপির নেতার ভাইয়ের স্ত্রী রান্না করছিলেন। সেই সময় আচমকা রান্নাঘর থেকে বিস্ফোরণের শব্দ পাওয়া যায়। বিস্ফোরণের অভিঘাতে ছিটকে কিছুটা দূরে গিয়ে পড়েন ওই মহিলা। বিজেপি নেতার দাবি, প্রথমে মনে করা হয়েছিল আঘাত গুরুতর। তবে পরে বোঝা যায় আঘাত ততটা গুরুতর নয়। বোমা বিস্ফোরণের কিছুক্ষণ পর ঘটনাস্থলে পৌঁছয় হাসনাবাদ থানার পুলিশ।

আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ হলো সৎ ভাবনা বইটি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আজ বিশ্ব মাথা মন্দিরে ও বিশ্ব সেবাশ্রম সঙ্গে লেখক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পঞ্চম তম বই সৎ ভাবনা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ পেল। সম্ভব না বইটি বিশ্ব মাথা মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা শ্রী সমীরেশ্বর ব্রহ্মচারী ও স্বামী সর্বসুখনন্দ হাতে প্রকাশ পেল। উক্ত বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, বিশিষ্টজনেরা সমাজসেবী শ্যামল বণিক মহাশয়, বিজেপির মুখপত্র স্বরূপ চ্যাটার্জী, কবি ও গবেষক লিটন রাকিব , কবির রানা ও অমিতাভ। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বাউল শিল্পী মানিক সরকার মহাশয়, এবং অন্যান্যরা। তবে লেখক নিজের কলমে সৎ চিন্তা ও সৎ ভাবনা সৃষ্টি দিয়ে গেছে এই বইতে।এই বই সৎ ভাবনা মানব সমাজের জীবন গঠনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখে। সৎ মানুষকে বাস্তবতা শিক্ষা দেয়। মানুষের মনকে জাগ্রত করে, সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার শক্তি জোগায়, এসব কিছু চিন্তা করে লেখক মৃত্যুঞ্জয় সরদার সৎ ভাবনা পঞ্চম বইটি লিখছেন। তাই প্রতিটি মানুষের উচিত সৎ ভাবনা পড়া এবং এর থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজের মনকেগড়া সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করা। মানুষ অনেক কিছু বুঝে যা জানে কিন্তু মনকে

এরপর ৩ পাতায়

তীব্র গরমে বিদ্যুৎ-বিভ্রাট জেলা জুড়ে

সুশোভন সিংহ; বালুরঘাট : নিউজ সারাদিন : তীব্র গরম, তার সঙ্গে লোডশেডিং। জোড়া সমস্যার জেরে নাজেহাল দক্ষিণ দিনাজপুরের বিস্তীর্ণ এলাকার জনজীবন। কোথাও টানা বিদ্যুৎ নেই। কোথাও আবার বিদ্যুৎ থাকলেও লো-ভোল্টেজ। বিদ্যুৎ বিভ্রাটের প্রতিবাদে শনিবার তপনের বিভিন্ন স্থানে রাজ্য সড়ক অবরোধ করে প্রতিবাদ দেখায় সাধারণ জনগণ। এছাড়া জেলার বিভিন্ন স্থানে বিদ্যুৎ বিভ্রাটে নাজেহাল জনজীবন। শনিবার তপন থানার ২ নং আজমতপুর বাসুরিয়া এলাকায় এবং ৭ নং রামচন্দ্রপুর অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত সাধারণ জনগণ বিদ্যুতের সমস্যা সমাধানের দাবিতে পথ অবরোধ করে। জেলায় তাপমাত্রা পায় ৪১ক্ক ডিগ্রির আশেপাশে ঘোরাফের করছে এরফলে তীব্র তাপদাহে জনজীবন ব্যাহত আর এর মধ্যে বিদ্যুৎ বিভ্রাট আর এক যেন উপরি পাওনা। প্রচন্ড সূর্যের তাপে কৃষি জমিগুলো শুকিয়ে যাচ্ছে এর ফলে নষ্ট হচ্ছে ধান, বিদ্যুৎ না থাকায় সাব-মারসিবল পাম্পগুলো চালাতে পারছেন না কৃষকেরা। জেলার বিদ্যুৎ বিভাগের তরফ থেকে জানা যায়, "এই গরমে বিভিন্ন স্থানে ট্রান্সফরমারগুলোর সমস্যা দেখা দিয়েছে, এর পাশাপাশি বিদ্যুতের চাহিদা দিনে দিন জেলায় বেড়ে চলেছে, এর ফলে সাময়িক সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে, তবে এই সমস্যা খুবই তাড়াতাড়ি সমাধান হয়ে যাবে"।

রোড শোতে মিঠুন চক্রবর্তীকে দেখতে না পেয়ে

ক্ষোভ উগরে দিলেন আসানসোলের মহিশিলার বাসিন্দারা

আসানসোল: নিউজ সারাদিন : রোড শোতে মিঠুন চক্রবর্তীকে দেখতে না পেয়ে ক্ষোভ উগরে দিলেন আসানসোলের মহিশিলার বাসিন্দারা। আর সেই ক্ষোভকে প্রতিহত করতে বিজেপির কর্মী সমর্থকদের পক্ষ থেকে স্লোগান দেওয়া হলে দুপক্ষের মধ্যে উত্তেজনাময় পরিস্থিতি তৈরি হল।

দীর্ঘক্ষণ ধরে রোদ্দুরের মধ্যে দাঁড়িয়ে থেকেও প্রিয় অভিনেতাকে দেখতে না পেয়ে সাধারণ মানুষ ক্ষোভ উগরে দেয়। তারা রাস্তার উপরেই বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে আর সেই বিক্ষোভের মাঝেই বিজেপি কর্মীরা স্লোগান দিতে শুরু করে ফলে দু পক্ষের মধ্যে উত্তেজনাময় পরিস্থিতি হয় এবং হাতাহাতি বেধে যায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে আসানসোল দক্ষিণ থানার পুলিশ।বিষয়টি এমন জায়গায় দাঁড়াল দু পক্ষের মধ্যে হাতাহাতিও বেঁধে গেল।যদিও শেষ পর্যন্ত উপস্থিত পুলিশের হস্তক্ষেপে বিষয়টি নিয়ন্ত্রণে আসে। শনিবার আসানসোলের বুধা ময়দান থেকে মহিশিলা বটতলা ময়দান পর্যন্ত বিজেপি প্রার্থী সুরেন্দ্র সিং আলুয়ালিয়ার সমর্থনে মিঠুন চক্রবর্তীর একটি রোড শো ছিল।

কিন্তু প্রচণ্ড গরমে বেশ কিছুদূর যাওয়ার পর মিঠুন চক্রবর্তী গাড়ি থেকে নেমে যান এবং নিজের একটি চার চাকা গাড়িতে চেপে যান। এর ফলে রাস্তার দুপাশে দাঁড়িয়ে থাকা অগণিত মানুষ তাঁকে দেখতে পাননি আর তার ফলেই ক্ষোভের সৃষ্টি হয়।

মণিপুর রাজ্যে আবারও নতুন করে

জাতিগত সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভারতের মণিপুর রাজ্যে আবারও নতুন করে জাতিগত সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। পশ্চিম ইম্ফলে কাংপোকপি জেলা সংলগ্ন কোক্রুক গ্রামে দুই পক্ষের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়।

ভারতের সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি খবর জানিয়েছে, রবিবার (২৮ এপ্রিল) সকালে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্যে আবারও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, সকালে কাংপোকপি জেলার পার্শ্ববর্তী পাহাড় থেকে ইম্ফল উপত্যকার কাউতরুক গ্রামে ঢুকে পড়ে একদল বন্দুকধারী। ঢুকেই ঘরবাড়ি ও গ্রামবাসীদের লক্ষ্য করে এলোপাতাড়ি গুলি চালাতে শুরু করে তারা। গ্রামের নিরাপত্তায় থাকা স্বেচ্ছাসেবীরাও পালটা জবাব দেয়। দুই পক্ষের মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ গুলি বিনিময় চলে। এসময় গ্রামের নারী, শিশু ও বয়স্কদের নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নেয় স্বেচ্ছাসেবী সদস্যরা।

এক পুলিশ কর্মকর্তা জানান,এ সময় পাম্পি নামে পরিচিত স্থানীয়ভাবে তৈরি মর্টার শেলও ছোঁড়া হয় যা সেখানকার বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি করছে। তিনি বলেন,পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ ও নিরাপত্তা কর্মীরা।

শুক্রবার ভোট শেষ হতেই অশান্ত হয় মণিপুর। ওই দিন গভীর রাতে বিষ্ণুপুর জেলার নারানসেনায় কুকি জঙ্গিদের হামলায় নিহত হন কেন্দ্রীয় বাহিনী সিআরপিএফের দুই সদস্য।

গত বছরের মে মাসে জাতিগত সহিংসতায় উত্তাল হয়ে উঠেছিল কাউতরুক গ্রাম। ৩ মে মেইতি ও কুকি সম্প্রদায়ের মধ্যে সহিংসতায় ২০০ জনের বেশি মানুষ নিহত হয়। গৃহহীন হয়েছে হাজার হাজার মানুষ।

গরম বাড়লেও দিঘায় পর্যটকদের ভিড়ের কমতি নেই

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : গরম বাড়লেও দিঘায় পর্যটকদের ভিড়ের কমতি নেই। কিন্তু এরই মধ্যে দিঘায় ঘটে গেল ভয়ঙ্কর ঘটনা। অভিনব পদ্ধতিতে এটিএম কার্ড পরিবর্তন করে দিঘায় যুবকের টাকা হাতিয়ে নিল দুষ্কৃতীরা। সূত্রের খবর, ঘটনাটি ঘটেছে নিউ দিঘার ক্ষণিকা মার্কেটের কাছে।

এরপর ৩ পাতায়

১-ম পাতার পর

প্রয়াত কংগ্রেস নেতা গনি খান চৌধুরীর এলাকায় দাঁড়িয়ে কংগ্রেসকে বিঁধলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

করতে হচ্ছে গনি পরিবারের সদস্য ইশা খান চৌধুরীর সঙ্গে। এ ছাড়াও লড়াইয়ে রয়েছেন বিজেপি প্রার্থী শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী।তিনি বলেন, "ওরা আসন ভাগাভাগি করেছে। আপনারা কি চান আমি সিপিএমের সামনে আত্মসমর্পণ করি? বিধানসভায় একটি আসনও নেই, তা সত্ত্বেও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে দু'টি আসন দিতে চেয়েছিলাম। বলেছিলাম, সিপিএম-এর সঙ্গে জোট না করতে। কিন্তু ওরা কথা শোনেনি।" তিনি আরও বলেন, "মনে রাখবেন, এই ইন্ডিয়া জোট তৈরি করেছি আমি, নামটাও আমি দিয়েছি, যা দেখে মোদী থরথর করে কাঁপেন। দিল্লিতে যদি সত্যিই বিজেপিকে রুখতে চান, তা হলে বাংলায় ভোট কাটাকাটির রাজনীতিতে দয়া করে এ বার যাবেন না। আমরাও যাইনি কোথাও। আমরা ইচ্ছে করলে অনেক জায়গায় লড়াই করতে পারতাম। আমাদের একটাই জায়গা বাংলা। এই বাংলা থেকে যদি বিজেপিকে রুখতে না পারি! সবাই লেজ গুটিয়ে পালালেও, তৃণমূলই নেতৃত্ব দিয়ে ইন্ডিয়াকে ক্ষমতায় আনবে। অন্য কোনও দল নয়।"প্রয়াত গনি খানকে স্মরণ করে মমতা বলেন, "বরকতদাকে আমরা শ্রদ্ধা করি। তিনি যত দিন ছিলেন আপনারা কংগ্রেসকে ভোট দিয়েছেন। আমরা খুশি হয়েছি। কিন্তু এখনও কেন বার বার ওদেরই ভোট দেবেন? মৌসম বেনজির নুরকে তো আমরাই জিতিয়েছিলাম। কিন্তু লোকসভায় গিয়ে যে চুপ করে বসে থাকে, মানুষের কথা বলে না, তাঁকে কেন প্রার্থী করব? মহুয়া মৈত্রকে দেখুন। সংসদে বিজেপির বিরুদ্ধে মুখ খুলত বলে ওকে তাড়িয়ে দিয়েছে।" কংগ্রেসের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তিনি আরও বলেছেন, "আমি তো বরাবরই কংগ্রেসকে সাহায্য করতে চেয়েছি। বিধানসভায় ওদের একটাও আসন নেই। তবু লোকসভায় দুটো আসন দিতে চেয়েছিলাম। ওরা নিল না, সিপিএমের হাত ধরল। আপনারা চান, বাংলায় আমি সিপিএমের কাছে আত্মসমর্পণ করি?"

১-ম পাতার পর

কেন্দ্রীয় বাহিনীতেই এখন বিপদ দেখছে বাংলার পদ্ম শিবির

গেরুয়াকরণ সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে। এরা এখন আর দেশের সেবক নয়, পদ্মসেবক হয়ে গিয়েছে। এই ভাবমূর্তি বাহিনীর পক্ষে ক্ষতিকর বুঝেই এখন কেন্দ্রীয় বাহিনীর কর্তারা যতটা সম্ভব নিরপেক্ষ হয়ে কাজ করতে চাইছেন। কেননা কেন্দ্রে গণেশের গদি যে এবার ওল্টাতে চলেছে তা তাঁরাও সম্ভবত বেশ বুঝে গিয়েছেন।কেউ ট্যাঁ-ফুঁ করতে পারবে না।' অথচ এখন সেই কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধেই নালিশ ঠুকতে সুকান্তকে ছুটতে হচ্ছে কমিশনের অফিসে। কেননা কেন্দ্রীয় বাহিনী বিজেপি নেতাদের কথা শুনছে না। বাংলার পদ্ম নেতাদের 'প্রত্যাশা' ছিল, ভোটপর্বে দুর্বল সংগঠনের ফাটল মেরামতে সহায়ক হবে 'দাদার পুলিশ' বা কেন্দ্রীয় বাহিনী। সেই মোতাবেক বেশ পরিকল্পনা করেই বাংলার বুকে ৭ দফার নির্বাচনের সঙ্গে রেকর্ড সংখ্যক কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে ভোট করানোর দাবি পূরণ হয়েছে। কিন্তু হিসাব মিলছে না বঙ্গ বিজেপির নেতাদের। কেননা কেন্দ্রীয় বাহিনী নাকি 'পুরো পাল্টি খেয়েছে'। তাঁরা নাকি বঙ্গ বিজেপির নেতাদের কথা শোনা তো দূর, তাঁদের পাত্তাও দিচ্ছে না। আর তাই কেন্দ্রীয় বাহিনীর ভূমিকা নিয়ে ক্ষুব্ধ সুকান্ত নালিশ ঠুকতে চলেছে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের কাছে।

পদ্ম শিবিরের নেতাদের সূত্রেই জানা গিয়েছে, এবারে লোকসভা নির্বাচনে বাংলার বুকে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে যেভাবে ব্যবহার করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল, তা কার্যত প্রথম ২ দফার নির্বাচনে মাঠে মারা গিয়েছে। আর তাই খোদ সুকান্ত মজুমদারের গলায় যেমন শোনা গিয়েছে, 'হাতে লাঠি আছে। তার সঠিক ব্যবহার করা উচিত', তেমনি রাজু বিস্তা আর কয়েক কদম এগিয়ে বলে বসেছেন, 'দুষ্কৃতীদের গুলি করা উচিত ছিল কেন্দ্রীয় বাহিনীর। না হলে তো বন্দুকে মরচে পড়ে যাবে!' সুকান্তের বক্তব্য নিয়ে যত না বিতর্ক বেঁধেছে তার থেকেই ঢের বেশি বিতর্ক বেঁধেছে বিস্তার মন্তব্য নিয়ে। কেননা একুশের ভোটে ঘটে যাওয়া শীতলকুচির ঘটনা এখনও বাংলার জনমানসে রীতিমত টাটকা রয়ে গিয়েছে। কেন্দ্রীয় বাহিনী এখন বিজেপি নেতাদের কথা মতো না চলায় পদ্মনেতারা দাবি করছেন, কেন্দ্রীয় বাহিনী নিষ্ক্রিয় হয়ে আছে। অগ্যতা তাঁদের দাবি, কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সক্রিয় হতে হবে। মানে আরও একটা কী দুটো শীতলকুচি ঘটাতে হবে।

১-ম পাতার পর

'সিপিএম-বিজেপির ভাল প্রার্থী কোথায়, কাগজে বিজ্ঞাপন দিলে ভাল প্রার্থী পেত', খোঁচা অভিষেকের

কাউকে ভোটে দাঁড় করিয়ে অভিষেককে হারাবেন। বিজেপির একাধিক জোরদার মুখ নিয়ে চর্চা হলেও পরে অভিজিৎ দাস ওরফে ববির নাম ঘোষণা করে বিজেপি। অন্যদিকে সিপিএম প্রতিকুর রহমানকে এখানে দাঁড় করিয়েছে।

তবে ধারেভারে কোনও প্রার্থীই অভিষেকের সমতূল নয় বলেই বারবার খোঁচা দিয়েছে তৃণমূল। এবার তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীদের নিয়ে মুখ খুললেন অভিষেকও। রবিবার ডায়মন্ড হারবারের সাতগাছিয়ার বজবজ ২ ব্লকের মুচিশা হাই স্কুল ফুটবল মাঠের জনসভায় থেকে অভিষেক বলেন, "যাঁরা আমার বিরুদ্ধে লড়াই করছেন, তাঁদের প্রতি পূর্ণ সম্মান জানিয়ে বলছি, আজ তৃণমূলের বিরুদ্ধে খালি ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত না করে সিপিএম-বিজেপি যদি খবরের কাগজের প্রথম পাতায় বিজ্ঞাপন দিত তাহলে যে প্রার্থীদের দাঁড় করিয়েছে তার থেকে ভাল প্রার্থী পেত।"

এরপরই অভিষেককে বলতে শোনা যায়, "আমি কাউকে অসম্মান করছি না, শুধু বলছি, যেভাবে হইহুল্লোড় করল, এ দাঁড়াবে সে দাঁড়াবে, ডায়মন্ড হারবারে ভোট কেটে জিতবে। আমি বলছি, এখনও সময় আছে। বিজেপির কোনও সর্বভারতীয় নেতা যদি আসতে চান, স্বাগত জানাই। আসুক আমার ডায়মন্ড হারবারে। নমিনেশন পর্ব তো শুরুই হয়নি। মানুষের কী ক্ষমতা ডায়মন্ড হারবার দেখাবে।"

একইসঙ্গে ডায়মন্ড হারবারের বিদায়ী সাংসদ বলেন, ভোট ঘোষণা হয়েছে ১৬ মার্চ। বিজেপি প্রার্থী ঘোষণা করে ১৬ এপ্রিল। দেড় মাস একটা প্রার্থী দিতে সময় লেগে গেল? অভিষেকের সংযোজন, "ভোট কীভাবে কাটা যায় অপেক্ষা করছিল। আমি তো বলেছি যে খুশি দাঁড়াক। যারা এলাকা চেনে না, ক'টা ব্লক, ক'টা পুরসভার ক'টা ওয়ার্ড বলতে পারবে না, তারা নাকি অভিষেককে খেদাবে। আমি বলব, ৩ নম্বরে ছিল, ৩ নম্বরেই থাকবে।"

ভারত ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতাদের একাংশ দল ছেড়ে

বেরিয়ে তৈরি করেছে পশ্চিমবঙ্গ ফরওয়ার্ড ব্লক

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বেশকিছু বিষয়ে মত বিরোধের ফলে সারা ভারত ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতাদের একাংশ দল ছেড়ে বেরিয়ে তৈরি করেছে পশ্চিমবঙ্গ ফরওয়ার্ড ব্লক। দলের সাথে ভাঙন হলেও আদতে তাঁরা যে বামফ্রন্টের সঙ্গেই আছে তা বোঝাতে ফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসুকে চিঠি দিয়ে জানাল নতুন দলের নেতারা। সম্প্রতি এই চিঠি পৌঁছেছে আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে।অন্যদিকে, রাজ্যের সর্বস্তরে চলেছে লাগামছাড়া দূর্নীতি আর তোলাবাজি। নীতি আদর্শ জনসেবার বদলে আজ টাকা রাজনীতি তথা গণতন্ত্রের প্রধান চালিকাশক্তি। বেকারের সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। এমতাবস্থায় সংঘ পরিবারের পরিকল্পনা মতো ধর্মীয় মেরুকরণ এই মুহূর্তে গণতন্ত্র ও স্বচ্ছ জনমত প্রকাশের প্রধান বাধা। আসলে বিজেপি ও তৃণমূল উভয়কে পরাস্ত করা প্রয়োজন। এমতাবস্থায় আমরা পশ্চিমবঙ্গ ফরওয়ার্ড ব্লক আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি ও তৃণমূলের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা "বাম কংগ্রেস জোটকে" সমর্থন করছি" ।দলের তরফে জানানো হয়েছে, এবারের লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যের বাম কংগ্রেস প্রার্থীদের সমর্থন করা হবে। দলের কর্মী সমর্থকদের ইতিমধ্যেই সেই বার্তা দেওয়া হয়েছে।

একই সঙ্গে জোট প্রার্থীদের সমর্থনে প্রচার চালানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে দলের পক্ষ থেকে। সম্প্রতি দলের তরফে সম্পাদক সুব্রত দে বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসুকে চিঠি দিয়ে একথা জানানোর পাশাপাশি রাজ্য বামফ্রন্টে যুক্ত হওয়ার আবেদন করেছেন।

পশ্চিমবঙ্গ ফরওয়ার্ড ব্লকের সম্পাদক বলেন, "পশ্চিমবঙ্গ ফরওয়ার্ড ব্লক লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি ও তৃণমূলের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা "বাম কংগ্রেস জোটকে" সমর্থন করছে। সর্বত্র বাম কংগ্রেস জোটের প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়ী করার আহ্বান জানাচ্ছে। ইতিমধ্যে, আমরা বিমান বসুকে সে বিষয়ে জানিয়েছি।"আলিমুদ্দিন স্ট্রিট সূত্রে খবর, "পশ্চিমবঙ্গ ফরওয়ার্ড ব্লকের এই সমর্থনকে স্বাগত জানালেও এই মুহূর্তে বামফ্রন্টে যুক্ত করার চিন্তাভাবনা নেই বিমান বসুদের। কারণ, রাজ্য বামফ্রন্টে অল ইন্ডিয়া ফরওয়ার্ড ব্লক রয়েছে। ফলে, নতুন করে পশ্চিমবঙ্গ ফরওয়ার্ড ব্লককে বামফ্রন্টে যুক্ত করার প্রশ্নই নেই। সে কথা আবেদনকারীদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।"

পশ্চিমবঙ্গ ফরওয়ার্ড ব্লকের অভিযোগ, " বিজেপির দেশের সম্পদ বিক্রির পাশাপাশি তৃণমূলের চাকরি বিক্রি জনগণের সামনে এক বড়ো বিপদ। দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে আরএসএসের পরিকল্পনা মতো পঙ্গু করে দেওয়া হচ্ছে। দেশ জুড়ে ইলেক্টোরাল বন্ডের নামে ব্যবসায়ীদের ভয় দেখিয়ে দলীয় ফান্ডে টাকা রোজগার তোলাবাজির নয়া সংস্করণ। দেশের সম্পদ ও অর্থনীতি কিছু ধান্ধার পুঁজির মালিকদের কুক্ষিগত করে দেওয়া হচ্ছে।

পেনশনারদের জীবনযাপনকে আরও সহজ করে তুলতেই

এই ব্যবস্থা বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সচিব শ্রী ভি শ্রীনিবাস

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : যে সমস্ত ব্যাঙ্ক থেকে অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের পেনশন দেওয়ার ব্যবস্থা চালু রয়েছে, সেই সমস্ত ব্যাঙ্কের পেনশন পোর্টালগুলিকে কেন্দ্রীয় পেনশন ও পেনশনার কল্যাণ দপ্তরের নির্দিষ্ট পোর্টালটিতে যুক্ত করা হবে। পেনশনভোগী নাগরিকদের জীবনযাত্রাকে আরও সহজ ও স্বচ্ছন্দ করে তুলতে এই ব্যবস্থা বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সচিব শ্রী ভি শ্রীনিবাস। তিনি গতকাল 'ইনিটগ্রেটেড পেনশনার্স পোর্টাল অফ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া'-র একটি অনুষ্ঠানে ভাষণ দিচ্ছিলেন। প্রসঙ্গত তিনি জানান যে পেনশনারদের কল্যাণে তাঁর দপ্তর বেশ কিছু উদ্যোগ ইতিমধ্যেই গ্রহণ করেছে। ব্যবস্থাগুলির অন্যতম হল পেনশনারদের ডিজিটাল উপায়ে ক্ষমতায়ন। ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেট এবং 'ভবিষ্য' পোর্টাল সহ কিছু কিছু ব্যবস্থার মাধ্যমে এর সূচনা করা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক এবং কানাড়া ব্যাঙ্কের পেনশন পোর্টালগুলি 'ভবিষ্য' পোর্টালের সঙ্গে যুক্ত করার কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। এর ফলে, পেনশন স্লিপ, লাইফ সার্টিফিকেট সম্পর্কিত সর্বশেষ তথ্য, ফর্ম-১৬ ইত্যাদি সংগ্রহের কাজ পেনশনারদের পক্ষে আরও সহজ হয়ে উঠবে।

বাংলাদেশ, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী, ভুটান, বাহরিন, মরিশাস ও

শ্রীলঙ্কায় ৯৯,১৫০ মেট্রিক টন পেঁয়াজ রপ্তানির অনুমতি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বাংলাদেশ, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী, ভুটান, বাহরিন, মরিশাস ও শ্রীলঙ্কা - এই ছ'টি প্রতিবেশী রাষ্ট্রে ৯৯,১৫০ মেট্রিক টন পেঁয়াজ রপ্তানির অনুমতি দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে রবি ও খরিফ শস্যের অপেক্ষাকৃত কম উৎপাদনের পরিপ্রেক্ষিতে পেঁয়াজ রপ্তানির ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ বহাল রয়েছে। দেশে পেঁয়াজের পর্যাপ্ত যোগান নিশ্চিত করতেই এই ব্যবস্থা বলে সরকারিভাবে জানানো হয়েছে। অন্যদিকে, বিশেষভাবে রপ্তানির জন্য উৎপাদিত ২,০০০ মেট্রিক টন সাদা পেঁয়াজ মধ্যপ্রাচ্য সহ ইউরোপের কয়েকটি দেশে রপ্তানিরও অনুমতি দেওয়া হয়েছে। যেহেতু এই ধরনের পেঁয়াজের চাষ ও উৎপাদন মূলত রপ্তানি-কেন্দ্রিক, সেই কারণে তার উৎপাদন ব্যয়ও অন্যান্য জাতের পেঁয়াজের তুলনায় অনেকটাই বেশি। মূল্য স্থিতিশীলতা তহবিলের আওতায় ২০২৪-এর রবি মরশুমে দেশে পেঁয়াজের মজুতভাণ্ডার গড়ে তোলার লক্ষ্যে তা সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রাও স্থির করা হয়েছে। এ বছর পেঁয়াজ সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে ৫ লক্ষ টন। পেঁয়াজের এই মজুতভাণ্ডার গড়ে তোলার লক্ষ্যে এনসিসিএফ ও নাফেড-এর মতো কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলি স্থানীয় ও আঞ্চলিক স্তরের এজেন্সিগুলির সঙ্গে সহযোগিতাক্রমে মজুত করার উপযোগী পেঁয়াজ সংগ্রহের বিষয়টি দেখভাল করছে। এ মাসের ১১ থেকে ১৩ এপ্রিল ডিওসিএ, এনসিসিএফ এবং নাফেড-এর এক উচ্চ পর্যায়ের টিম মহারাষ্ট্রের নাসিক ও আহমেদনগর জেলাদুটি সফর করে এসেছে। পেঁয়াজের গুণমান, তার উৎপাদন এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কৃষক ও কৃষিজীবীদের মধ্যে সচেতনতার প্রসারই ছিল সফরের প্রধান উদ্দেশ্য। পেঁয়াজ মজুত করার সময় তা নষ্ট হয়ে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচাতে কেন্দ্রীয় ক্রেতা বিষয়ক দপ্তর পেঁয়াজের কোল্ড স্টোরেজের ওপর বিশেষভাবে জোর দিয়েছে। গত বছর ১,২০০ মেট্রিক টন পেঁয়াজ কোল্ড স্টোরগুলিতে রাখা হয়েছিল। এ বছর তা বাড়িয়ে ৫ হাজার মেট্রিক টন করার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে। এ বিষয়ে প্রযুক্তিগত সহায়তা দেবে মুম্বাইয়ের বিএআরসি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত বছর পেঁয়াজ গুদামজাত করার সময় তার কিছুটা অংশ স্বাভাবিক ক্ষয়ক্ষতির কারণে নষ্ট হয়ে যায়। এ বছর এই ক্ষয়ক্ষতির হার ১০ শতাংশেরও নিচে নামিয়ে আনার দিকে নজর দেওয়া হয়েছে।

২ পাতার পর

আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ হলো সৎ ভাবনা বইটি

নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, কিন্তু সেই মানুষগুলো যদি বই পড়ে বা গুণীজনের সৎ ভাবনা সৎ উদ্দেশ্য বা সৎ চিন্তন এবং উক্তি পড়ে তাহলে তার ভিতরকে জাগ্রত করে যা তাকে সাহল্যের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যায়। শুধু সৎ ভাবনা সৎসঙ্গ নিয়ে পড়লেই যে সাফল্য পাওয়া যাবে তা কিন্তু নয়, বিখ্যাত লেখক, মণীষীদের সাধু ও সন্ন্যাসদের কথা চিন্তা করে সে অনুযায়ী কাজ করতে হবে আর তাহলেই সাফল্য আসতে পারে। মানুষ হতাশার সময় নিজেকে ভুলে যায়, নিজের জ্ঞানকে কাজে লাগাতে পারে না, লেখক মৃত্যুঞ্জয় সরকারের সৎ ভাবনা বইটি কথা মনে পড়লে! তাহলে হয়তো সে আবার ঘুরে দাড়াতে পারে, নতুন করে অনুপ্রেরণা নিতে পারে। অনুপ্রেরণামূলক লেখা নিয়ে বইটি লিখেছেন লেখক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, যা মানুষের মনকে উজ্জীবিত করে, প্রেরণা দেয়। লেখকের এই কথা বা বাণী চিরন্তণী এইসব ভাবনা বইটির মাধ্যমে।

২ পাতার পর

গরম বাড়লেও দিঘায় পর্যটকদের ভিড়ের কমতি নেই

গেস্ট হাউসের সামনের এটিএম-এ ঘটেছে এই ঘটনা।কিন্তু যা হওয়ার হয়ে গিয়েছে এর মধ্যেই। হাত বদল হয়ে গিয়েছে এটিএম কার্ড। আসলে ওই অভিযুক্তই নয়ন মাইতিকে একটি অন্য কার্ড দিয়ে চলে যায়। কার্ডটি যে বদল হয়ে গিয়েছে তা বিন্দুমাত্র বুঝতেও পারেননি নয়নবাবু। কিছু সময় পরেই এটিএম থেকে টাকা কেটে নেওয়ার মেসেজ আসে ফোনে। এরপরই থানায় অভিযোগ জানান ওই ব্যক্তি। এভাবে টাকা হাতিয়ে নেওয়ায় আশঙ্কাও ছড়িয়েছে দিঘাজুড়ে। দিঘা থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন ওই যুবক। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ঠিক কী ঘটেছে? জানা গিয়েছে, দিঘায় বন্ধন ব্যাঙ্কের এটিএম থেকে টাকা তুলতে গিয়েছিলেন নয়ন মাইতি নামে ওই যুবক। সেই সময় ওই যুবক বন্ধন ব্যাঙ্কের এটিএম কার্ডটি পাঞ্চ করতে থাকেন। সেই সময় পাশে দাঁড়িয়ে থাকা এক ব্যক্তি তাঁকে দেখছিলেন বলে অভিযোগ।

কিন্তু ওই এটিএম থেকে টাকা না ওঠায় পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তি নয়নকে বলেন পুনরায় কার্ডটি পাঞ্চ করার জন্য। এমনকী ওই ব্যক্তি নিজে নয়নের কার্ডটি নিয়ে নিজে টাকা তুলে দিতে যায়। সেই সময়ই পাশে দাঁড়িয়েছিলেন নয়ন। কিন্তু তাতেও টাকা ওঠেনি।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৩ বর্ষ ১১৬ সংখ্যা ২৯ এপ্রিল, ২০২৪ সোমবার ১৬ বৈশাখ, ১৪৩১

সম্পাদকীয়

গুজরাত উপকূলে ধরা পড়ল মাদকবোঝাই পাকিস্তানি নৌকা

দেশে চলছে লোকসভা ভোট। এরই মধ্যে গুজরাত উপকূলে ধরা পড়ল মাদকবোঝাই পাকিস্তানি নৌকা। রবিবার গুজরাতের পোরবন্দর থেকে পাক নৌকাটি আটক করেছে সন্ত্রাসদমন শাখা ও এনসিবির যৌথ বাহিনী। গ্রেফতার করা হয়েছে ১৪ জন পাকিস্তানিকে।জানা গিয়েছে, লোকসভা ভোটের আবহে ভারতে বিপুল পরিমাণ মাদক পাচারের চেষ্টা চলছে বলে খবর ছিল গোয়েন্দাদের কাছে। সেই সূত্র ধরেই শনিবার রাত থেকে শুরু হয় ব্যাপক তল্লাশি। উপকূলরক্ষা বাহিনীর বিশেষ নজরদারি জাহাজ ও বিমান নিয়ে গুজরাতের বিরাট এলাকাজুড়ে তল্লাশি শুরু হয়। অবশেষে রবিবার দুপুরে পাকিস্তানি নৌকাটি ধরা পড়ে। যদিও একাধিকবার নজরদারি এড়িয়ে পালাতে চেষ্টা করেছিল নৌকাটি।ভারতে বিপুল পরিমাণ মাদক পাচারের চেষ্টা চলছে বলে খবর ছিল গোয়েন্দাদের কাছে।সেইমতো শনিবার রাত থেকে জোর তল্লাশি শুরু হয়। উপকূলরক্ষা বাহিনীর বিশেষ নজরদারি জাহাজ ও বিমান নিয়ে গুজরাতের বিরাট এলাকাজুড়ে তল্লাশি শুরু হয়।

রবিবার দুপুরে পাকিস্তানি নৌকাটি ধরা পড়ে। ওই নৌকা থেকে সবমিলিয়ে মোট ৮৬ কেজি মাদক বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। মাদকের দাম প্রায় ৬০০ কোটি টাকা। মাদক বোঝাই নৌকাটিও আটক করা হয়েছে। নৌকায় থাকা ১৪ পাকিস্তানিকেও আটক করেছে সন্ত্রাসদমন শাখা ও এনসিবির যৌথ বাহিনী।

ভোট প্রচারে গিয়ে আক্রান্ত বিজেপি নেত্রী,

থানায় বিক্ষোভ, কসবায় উত্তেজনা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : লোকসভা ভোট চলাকালীন খাস কলকাতায় হিংসার অভিযোগ। আনন্দপুরে বিজেপির নেত্রীকে চপারের কোপ মারার অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। প্রচারে বেরিয়ে পোস্টার, ব্যানার লাগানোর সময় হামলার অভিযোগ ওঠে। গুরুতর জখম হয়েছেন বিজেপির দক্ষিণ কলকাতা সাংগঠনিক জেলার মণ্ডল সভানেত্রী সরস্বতী সরকার। এই ঘটনার প্রতিবাদে আনন্দপুর থানার সামনে তুমুল বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি। রবিবার দুপুরে দক্ষিণ কলকাতা লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দেবশ্রী চৌধুরীর নেতৃত্বে থানা ঘেরাও করে গেরুয়া শিবির।

বিজেপির তরফে জানানো হয়েছে, শনিবার রাতে আনন্দপুরের চৌবাগা এলাকায় পোস্টার লাগাতে বেরিয়েছিলেন দলীয় নেতা-কর্মীরা। অভিযোগ, আচমকা তৃণমূলের লোকজন তাঁদের উপর চড়াও হয়। ছিঁড়ে দেওয়া হয় তাঁদের পোস্টার, ব্যানার। বিজেপির অভিযোগ, তৃণমূলের দুষ্কৃতীদের বাধা দেওয়ায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে কসবা মণ্ডলের সভানেত্রী সরস্বতী সরকারকে কোপানো হয়। আনন্দপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন আক্রান্ত বিজেপি নেত্রী। যদিও এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি। ঘটনায় পুলিশমন্ত্রীকে নিশানা করেছেন বিজেপির আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য। মমতার আমলে বাংলায় কুশাসন, জঙ্গিদের সঙ্গে সমঝোতা! প্রচারে এসে তৃণমূলকে নিশানা নাড্ডার

বাগুইআটিতে তৃণমূল কর্মীকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ, পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ, আটক ১৩।

রবিবার সকালে সরবস্বতী সরকারের বাড়িতে যান দেবশ্রী চৌধুরী। তারপর তাঁকে সঙ্গে নিয়ে থানায় আসেন বিজেপি প্রার্থী। ওসির সঙ্গে দেখা করতে চান তাঁরা। সেসময় ওসি না থাকায় থানার সামনে বিজেপি কর্মীদের নিয়ে দেবশ্রী চৌধুরীকে অবস্থান বিক্ষোভ করতে দেখা যায়। চলতে থাকে স্লোগান। আন্দোলনরত বিজেপি কর্মীরা অভিযুক্তদের কঠোর থেকে কঠোরতম শাস্তির দাবি তুলেছেন। পুলিশের বিরুদ্ধেও সরব হয়েছে বিজেপি। এদিকে হামলার কথা অস্বীকার করেছে ঘাসফুল শিবির। স্থানীয়রা বিজেপির বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়েছে বলে পাল্টা দাবি করেছেন কলকাতা পুরসভার ১০৮ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষ।

বৃন্দাবনে শ্রী কৃষ্ণ জীবিত

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(শেষ পর্ব)

আর তারপর যা হওয়ার তাই হয়। মৃত্যুর আগে সেই ব্যক্তি তার অভিজ্ঞতা কথা লিখে রঙমহলে রহস্যজনক ঘটনার কথা বলে গেছেন, যা মথুরার সরকারি সংগ্রহশালায় তথ্য প্রমাণ হিসাবে রেখে দেওয়া আছে। প্রতি রাতে সন্ধ্যারতির পর মন্দিরে রূপোর পালঙ্ক সাজিয়ে রাখা হয়। থালায় পান ও লাড্ডু ভোগ হিসাবে রাখা থাকে। শ্রীকৃষ্ণ নিজেই খেয়ে ফেলতে সে কথা আজও প্রচলিত আছে, স্বয়ং কৃষ্ণ অতি শক্তিশালী সে কথা বলতে গেলে বলতে হয় একজন ভক্ত কেমন হওয়া উচিত এবং ভক্তি কেমন হওয়া উচিত তার সেরা উদাহরণ হল মীরা বাই। শৈশবে তার সঙ্গে এমন একটি ঘটনা ঘটেছিল, যার পরে মীরা তার কৈশোর থেকে তার মৃত্যু পর্যন্ত শ্রী কৃষ্ণকে তার সবকিছু হিসাবে গ্রহণ করেছিল এবং কেবল তাকে স্মরণ করে তার মধ্যে লীন হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মীরা বাই সম্পর্কে কতটুকু জানেন শুধুমাত্র 'শ্রী কৃষ্ণ ভক্ত'। মীরা শ্রী কৃষ্ণের ভক্ত ছিলেন, কিন্তু শ্রী কৃষ্ণের সঙ্গে সংযোগ এবং শ্রী কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হওয়ার সময় কালে, মীরার সঙ্গে এমন অনেক ঘটনা ঘটেছিল, যার সম্পর্কে অনেকেই জানেন না, এগুলো জানলে তবেই আপনি মীরার ভক্তি সম্পর্কে জানতে এবং বুঝতে পারবেন।মীরাবাঈ শুধু একটি নাম নয়, তার রয়েছে ভক্তি, বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার মর্যাদা। মীরাবাঈ ১৫০৪ খ্রীষ্টাব্দে মেরতাতে রাজা রতন সিংহের বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। মীরা ছিলেন যোধপুরের রাঠোর রতন সিংয়ের একমাত্র মেয়ে। রাজপুতানা জাতিতে জন্ম নেওয়া মীরাবাঈয়ের বাড়ির বাইরে বেরোতে কঠোর নিষেধাজ্ঞা ছিল। কিন্তু শৈশবে মীরার সঙ্গে এমন একটি ঘটনা ঘটেছিল, যার পরে তিনি সম্পূর্ণরূপে শ্রী কৃষ্ণের ভক্ত হয়েছিলেন।

মীরাবাঈয়ের বয়স যখন আট বছর, লোকালয়ে বিয়ের হচ্ছে দেখে মীরাবাঈ তাঁর মাকে জিজ্ঞেস করলেন তাঁর বর কে? মীরাবাঈয়ের সন্তানের কৌতূহল কমাতে করতে, তাঁর মা বললেন, তোমার স্বামী শ্রীকৃষ্ণ। এই ঘটনার পর মীরাবাঈ শ্রী কৃষ্ণকে নিজের সর্বস্বরূপে গ্রহণ করেন এবং তাঁর ভক্তিতে নিমগ্ন হন। তিনি শ্রী কৃষ্ণের মূর্তিকে স্নান করেন, নতুন পোশাক পরেন, খাবার দেন, গান করেন এবং নাচ করেন। বয়ঃসন্ধিকালে মীরা কৃষ্ণকে তার স্বামী মনে করতেন। তাই মীরা সর্বদা কৃষ্ণের ভক্তিতে মগ্ন হয়ে গান গাইতেন।মীরাবাঈ মহারানা সাঙ্গের পুত্র ভোজরাজের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন, যাকে পরবর্তীতে মহারানা কুম্ভ বলা হতো। বিয়ের প্রথম দিনই মীরা তাঁর স্বামীকে বলেছিলেন যে তাঁর স্বামী একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ। কিন্তু মহারানা কুম্ভ মীরার এই আলোচনাকে একটি রসিকতা বলে মনে করেন। তবে, ধীরে ধীরে শ্রী কৃষ্ণের প্রতি মীরার ভক্তি দেখে তিনিও নিশ্চিত হন যে মীরা শ্রী কৃষ্ণের জন্য পাগল। বিয়ের পরও মীরা শ্রীকৃষ্ণের ভক্তিতে মগ্ন হতে থাকে। তিনি মন্দিরে গিয়ে কৃষ্ণের মূর্তির সামনে গান গাইতেন এবং নাচতেন। মীরার এসব কর্মকাণ্ডে তার শ্বশুরবাড়ির লোকজন রেগে যেতে থাকে।

যখন মীরাকে পান করতে হয়েছে বিষ-কিছুকাল পর মীরার স্বামী যুদ্ধের সময় মারা যান। স্বামীর মৃত্যুর পর শ্বশুরবাড়ির লোকজন মীরাকে সতীদাহ করতে বললে মীরা বলেন, আমার স্বামী শ্রীকৃষ্ণ। মীরা তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পরেও মন্দিরে যেতে শুরু করে এবং গান গেয়ে নাচতে শুরু করে। এতে তাঁর শ্বশুরবাড়ির লোকজন মীরাকে ব্যভিচারিণী হিসেবে অভিযুক্ত করে এবং মীরাকে এক মজলিসে বিষ পান করতে বলা হয়। শ্রীকৃষ্ণের নাম জপ করতে করতে মীরাও বিষ পান করেন। উপস্থিত সবার মনে হয় মীরা এখন আর বাঁচবে না। কিন্তু মীরার জন্য বিষের পেয়ালা অমৃত হয়ে গেল। শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় মীরার উপর বিষের কোন প্রভাব পড়েনি। কিভাবে মীরা মারা গেল-

শ্বশুরবাড়িতে অনেক অত্যাচার সহ্য করার পর, অত্যাচার সহ্যের বাইরে চলে গেলে মীরা প্রাসাদ ত্যাগ করে বৃন্দাবনে চলে যান বহু স্থানে তীর্থযাত্রা করে। অন্যদিকে মীরা প্রাসাদ ত্যাগ করার কারণে রাজ্যে অশান্তি শুরু হয়। ব্রাহ্মণরা বলল, মীরা ফিরে এলে সব ঠিক হয়ে যাবে। মীরার সন্ধানে দুজন সৈন্যও পাঠানো হয়েছিল, তারা মীরাকে তাদের সঙ্গে ফিরে আসার জন্য অনুরোধ করেছিল, কিন্তু মীরা প্রত্যাখ্যান করেছিল। সৈন্যরা বলল, আমাদের সঙ্গে জীবিত না ফিরলে আমরাও ফিরব না, আমাদের পরিবারের কথা ভাবুন।

মীরা সৈন্যদের বলল, আমি যদি তোমাদের আসার আগেই পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতাম, তাহলে কি তোমরা খালি হাতে ফিরতে? সৈনিক বলল তখন তাকে ফিরতে হবে। একথা শুনে মীরা একটি তারযুক্ত যন্ত্র, একটি তারা তুলে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের স্তব করতে লাগলেন। মীরার চোখ থেকে প্রেমের অশ্রু প্রবাহিত হতে থাকে এবং একই সঙ্গে মীরা শ্রী কৃষ্ণের মূর্তির মধ্যে লীন হয়ে যায়।

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

দেশ ভাঙার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত কংগ্রেস : নরেন্দ্র মোদি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : তৃণমূল কংগ্রেসের দক্ষিণ গোয়ার প্রার্থীর মন্তব্যের জেরে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এক হাত নিয়েছেন রাহুল গান্ধীকে। কংগ্রেস বিআর আম্বেদকারের সংবিধানকে অবমাননা করে দেশ ভাঙার চেষ্টা করছে বলে মন্তব্য করেন তিনি। খবর এনডিটিভি।

কংগ্রেসের দক্ষিণ গোয়ার প্রার্থী ভিরিয়াতো ফার্নান্দেস ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে দলের সিনিয়র নেতা রাহুল গান্ধীকে বলেছিলেন, পর্তুগিজ শাসন থেকে মুক্তির পর গোয়ার ওপর ভারতীয় সংবিধান জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।

মোদি মঙ্গলবার ছত্তিশগড়ের এক বিশাল সমাবেশে বলেন, কংগ্রেসের গোয়া প্রার্থী বলছেন যে তার রাজ্যে নাকি ভারতের সংবিধান প্রযোজ্য নয়। এটা কি বাবাসাহেব আম্বেদকার এবং সংবিধানের অপমান নয়? এটা কি সংবিধানের সঙ্গে হস্তক্ষেপ নয়? এটা সবই দেশ ভাঙার সুচিন্তিত ষড়যন্ত্রের অংশ। মোদি আরও বলেন, আজ তারা গোয়াতে সংবিধানকে অস্বীকার করছে, আগামীকাল তারা সারা ভারত জুড়ে বিআর আম্বেদকরের সংবিধানকে অস্বীকার করার চেষ্টা করবে।

কংগ্রেস বিজেপির বিরুদ্ধে তৃতীয় মেয়াদে নির্বাচিত হলে সংবিধান পরিবর্তন করতে চায় বলে অভিযোগের আঙুল তুলেছে। কারণ, উত্তর কন্নড় কেন্দ্রের বিজেপির ছয় বারের সাংসদ অনন্ত হেগড়ে এর আগে বলেছিলেন, এবারের নির্বাচনে তারা ৪০০ লোকসভা আসনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছেন, যাতে সংবিধান সংশোধন করা যায়। এই মন্তব্যের পর হেগড়েকে লোকসভা নির্বাচনের প্রার্থী তালিকা থেকেই বাদ দেওয়া হয়। সমাবেশে ক্ষুব্ধ মোদি বলেন, বিজেপি দূরে থাক, স্বয়ং বাবাসাহেব আম্বেদকর নিজেও সংবিধান বাতিল করার ক্ষমতা রাখেন না।

আদি অনন্ত কাল হইতে শিব ও মনসা জঙ্গল অধিপত্য দেব ও দেবী

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

দক্ষিণ ভারতে দ্রাবিড় জাতির অধিষ্ঠাত্রী দেবী হলেন 'মঞ্চাম্মা' বা 'মনোমাঞ্চী'। পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রীর মতে মঞ্চামা নাম থেকেই 'মনসা' নামের উৎপত্তি। আবার ডাঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বৌদ্ধ সর্প দেবী জাঙ্গুলিকেই 'মনসা' বলে মানেন। তাঁর মতে -- "অত্যন্ত প্রাচীনকাল হইতেই এই পূর্ব ভারতীয় বৌদ্ধ সমাজে জাঙ্গুলীদেবীর পূজা প্রচলিত হইয়া আসিতেছে।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

সিনেমার খবর

cinema TV

পাপারাজ্জিদের ওপর চটে কি বললেন নোরা ফাতেহি

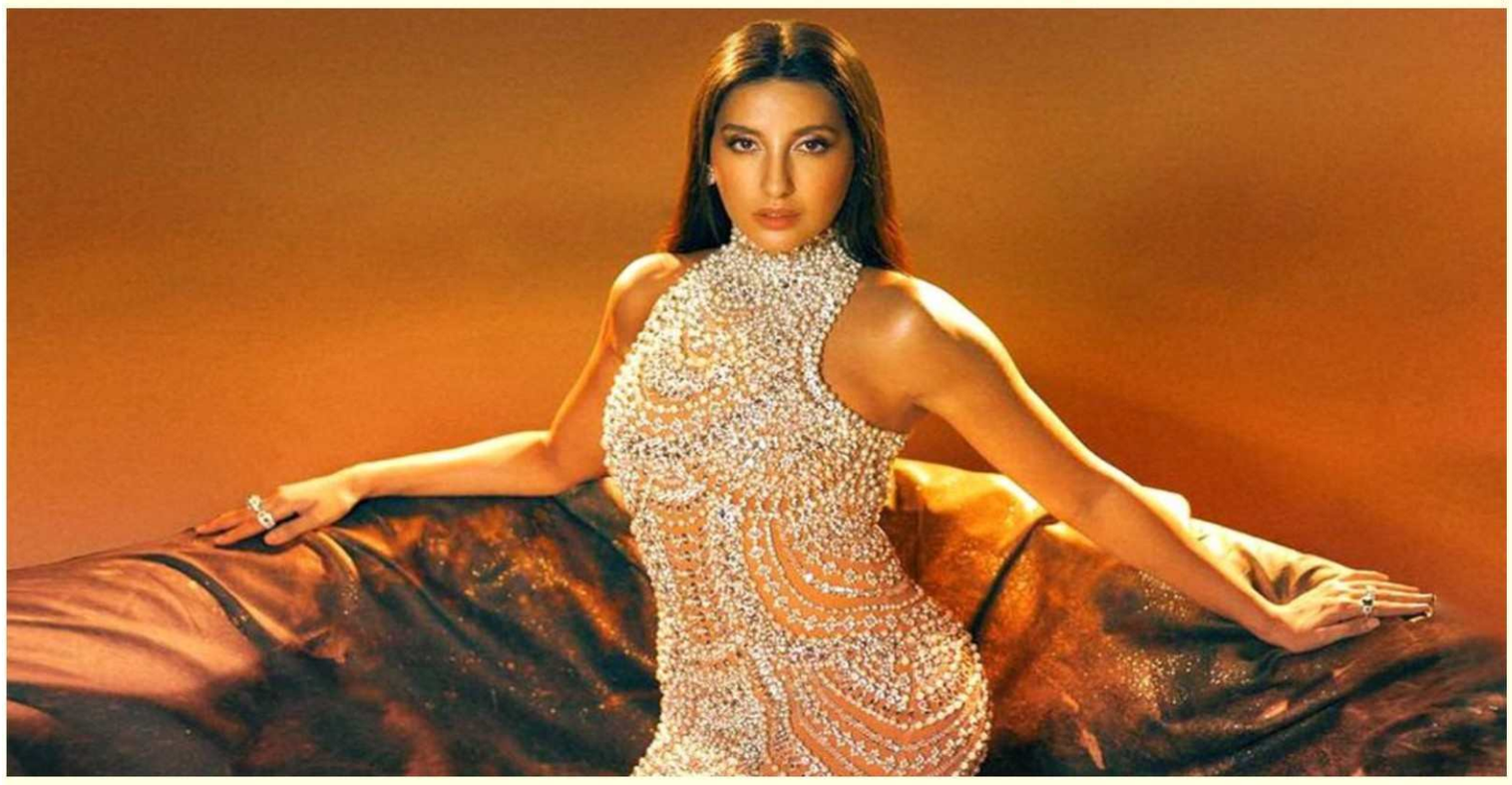

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বিমানবন্দর, রেস্তোরাঁ, ক্যাফে...তারকারা যেখানেই যাবেন, সেখানেই হাজির হন পাপারাজ্জিরা। অন্যদিকে তারকাদের এক্সক্লুসিব ছবি পাওয়ার জন্য মুখিয়ে থাকেন ছবি শিকারিরা। সম্প্রতি পাপারাজ্জিদের ওপর চটলেন বলিউডের জনপ্রিয় আইটেম গার্ল নোরা ফাতেহি। এক সাক্ষাৎকারে নোরা জানালেন, মাঝে মধ্যেই ছবি শিকারিরা শরীরের নানা অংশে ক্যামেরা জুম করেন! শুধু তাই নয়, আজব প্রশ্নও নাকি করেন পাপারাজ্জিরা! নোরা বললেন, মনে হয় আমার মতো নিতম্ব কখনও দেখেনি ওরা। সব সময় এমন হয়। শুধু আমার ক্ষেত্রেই নয়, অন্য অভিনেত্রীদের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটে। হয়তো তাদের নিতম্ব নির্দিষ্ট করে ক্যামেরায় দেখানো হয় না, কারণ তাদের নিতম্ব খুব একটা উত্তেজনামূলক নয়। তবে অপ্রয়োজনীয় ভাবে তাদের অন্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ক্যামেরার নজরে আসে। আমার মনে হয়, এটা ক্যামেরায় নির্দিষ্ট করে দেখানোর মতো কিছু নয়। কোন দিকে নজর তাদের?

নোরা ফাতেহি জানান, সামাজিক মাধ্যমে ট্রেন্ড ধরে রাখার জন্য এই সব করা হয়।

শরীরের কারণে বার বার শিরোনামে এসেছেন। তবে নিজের শরীর নিয়ে কোনো ছুতমার্গ নেই নোরার। অভিনেত্রী বলেন, আমার শরীর সুন্দর এবং আমার সম্পদ নিয়ে আমি গর্ববোধ করি। আমি কখনোই আমার শরীর নিয়ে লজ্জিত নই। তবে নোরা খুব বেশি মাথা ঘামান না এই বিষয়ে। নিজের মতো করে চলাফেরা করেন। ছবি শিকারিদের এই প্রবণতা হয়তো ভুল কিন্তু সেটা আলাদাভাবে আলোচনার বিষয়। আমি এক একজনকে ধরে ধরে ঠিক ভুলের শিক্ষা দিতে পারব না বললেন অভিনেত্রী।

নোরার মতে, বলিউডে তার সফর নিয়ে মানুষ বাহবা দেন। বিশেষত যাদের সঙ্গে তিনি কাজ করেছেন তাদের কাছ থেকে প্রাপ্য সম্মান ও সহযোগিতা পেয়েছেন। কাজ নিয়ে কখনও আপস করেন না অভিনেত্রী।

ঐশ্বরিয়া-অভিষেককে কোণঠাসা করছেন অমিতাভের নাতনি?

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বিবাহিত জীবনের ১৬ বছর পার করে ফেলেছেন ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চন ও অভিষেক বচ্চন। তাদের সম্পর্কে নিয়ে কম জলঘোলা হয়নি। বলিপাড়ায় সব সময়েই কানাঘুষো চলে যে, বচ্চন-পুত্রবধূর উপর গোসা করে রয়েছেন পরিবারের সবাই। সম্প্রতি ১৭ তম বিবাহবার্ষিকীতে স্বামীর সঙ্গে ছবি দিয়ে জল্পনায় কিছুটা জল ঢাললেও নব্যা নভেলি নন্দ যেন বচ্চন পরিবারের সঙ্গে ঐশ্বর্যার সম্পর্ক স্পষ্ট করে দিলেন।

অভিনয়ে এখনও নামেননি নব্যা। কিন্তু একটি পডকাস্ট অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন তিনি। সেই অনুষ্ঠানে ব্যক্তিগত জীবনের নানা কথা তুলে ধরেন নব্যা। অমিতাভ বচ্চন এবং জয়া বচ্চনের নাতনি নব্যার অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকেছেন বচ্চন পরিবারের সদস্যেরাও। জয়ার পাশাপাশি নিজের অনুষ্ঠানে নব্যা আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন তাঁর মা শ্বেতা বচ্চন নন্দকেও। বচ্চন পরিবারের পুরুষেরা নব্যার শোয়ে অতিথি হিসাবে না গেলেও তাদের নিয়ে আলোচনা হয়েছে বিস্তর। দাদু অমিতাভ, মামা অভিষেক এবং ভাই অগস্ত্যকে নিয়ে কথা বলেছেন তিনি। সম্প্রতি মামাতো বোন আরাধ্যা বচ্চনকে নিয়েও পডকাস্টে আলোচনা করেছেন নব্যা।

নব্যা তার পডকাস্ট শোয়ে জানান, অভিষেক ও ঐশ্বর্যার কন্যা তার বয়সের তুলনায় অনেক বেশি পরিণত। নব্যা বলেন, 'আমি যখন আরাধ্যার বয়সি ছিলাম তখন আমার এত বোধবুদ্ধি ছিল না। চারপাশে যা হচ্ছে তা নিয়ে আরাধ্যা যা চিন্তা করে, তা দেখে আমি নিজেই অবাক হয়ে যাই।'

১২ বছর বয়সি আরাধ্যার প্রসঙ্গে নব্যা বলেন, 'দিদি হিসেবে আমি আরাধ্যাকে জীবন নিয়ে কোন উপদেশ দেব, তার প্রয়োজন নেই। বরং আরাধ্যার থেকেই আমার অনেক কিছু শেখার রয়েছে।'

তবে বচ্চন পরিবারের এ জন সদস্যকে নিয়ে কোনো দিনও কোনো কথা বলেননি নব্যা। সম্পর্কে নব্যার মামি হন তিনি। অভিষেক-পত্নী এবং বচ্চন পরিবারের বধূ ঐশ্বর্যা। আলোচনা প্রসঙ্গেও কখনো ঐশ্বর্যার নাম মুখে আনেননি নব্যা। কিন্তু এর নেপথ্যকারণ কী?

বলিপাড়ায় কানাঘুষো শোনা যায়, নব্যার সঙ্গে নাকি আদায়-কাঁচকলায় সম্পর্ক ঐশ্বর্যার। ২০২৩ সালে প্যারিসে একটি ফ্যাশন শোয়ের আয়োজন করা হয়েছিল। সেই অনুষ্ঠানে ফ্যাশন সরণিতে হেঁটেছিলেন ঐশ্বর্যা। এই শোয়ের মাধ্যমেই র‍্যাম্পওয়াকে হাতেখড়ি হয় নব্যার। ঐশ্বর্যা এবং নব্যার শোয়ের সময় আলাদা হলেও তাদের একসঙ্গে দেখা যায়নি। নব্যার ফ্যাশন শো চলাকালীন সেখানে উপস্থিত ছিলেন শ্বেতা এবং জয়া। অনুষ্ঠানের পর তিনজন মিলে প্যারিসের ইতিউতি ঘুরতে ও বেড়িয়েছিলেন। কিন্তু প্যারিসে উপস্থিত থাকলেও তাদের সঙ্গে দেখা যায়নি ঐশ্বর্যাকে।

১৭ মার্চ ৫০ তম জন্মদিন পালন করলেন অমিতাভ-কন্যা শ্বেতা। তার জন্মদিনের পার্টিতে উপস্থিত ছিলেন না ঐশ্বর্যা। চলতি বছরে দোল উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে ঐশ্বর্যাকে বচ্চন পরিবারের সঙ্গে দেখা গেলেও দীপাবলির অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন না অভিনেত্রী।

ঐশ্বর্যার সঙ্গে সামাজিকযোগাযোগ মাধ্যমে খুব একটা ছবি অথবা ভিডিও পোস্ট করেন না নব্যা। বিপরীত দিক থেকেও একই সাড়া পান শ্বেতার কন্যা।

কানাঘুষো শোনা যায়, শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে কিছু দিন মায়ের সঙ্গে গিয়ে থাকছিলেন ঐশ্বর্যা। নব্যার সঙ্গে ঐশ্বর্যার সম্পর্কের সমীকরণও কি তা হলে অন্য ইঙ্গিত বহন করছে? বচ্চন পরিবারের সঙ্গে কি সত্যিই সম্পর্কের বুনন ভাল নয় ঐশ্বর্যার? না কি মামি-ভাগ্নির সম্পর্কেই চিড় ধরে রয়েছে? উত্তর জানেন কেবল তারাই।

যে কারণে কাজলের সঙ্গে কথা বলতেন না রানি

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : একটা সময় মুখার্জি বাড়ির দুই মেয়ে রানি ও কাজল দু'জনেই দাপটের সঙ্গে বলিউডে রাজত্ব করেছেন। বক্সঅফিসে একের পর এক হিট ছবি দিয়েছেন তারা। কিন্তু তাদের মধ্যে যে সম্পর্ক মোটেই মধুর ছিল না! 'কুছ কুছ হোতা হ্যায়'র সেটে তাদের দুইজনকে দেখে রীতিমতো অবাক হয়েছিলেন পরিচালক করণ জোহর।

ক্যারিয়ারের শুরু থেকেই তাদের মধ্যে তেমন ভাব ছিল না। তবে এখন বলিউডের দুই বাঙালি কন্যার বরফ-শীতল সম্পর্কে উষ্ণতার প্রলেপ লেগেছে। কিন্তু সম্পর্কে বোন হওয়া সত্ত্বেও কেনই বা কাজলের সঙ্গে বলিউডের 'মর্দানি'র দূরত্ব ছিল, প্রকাশ্যে সেবিষয়ে জানালেন রানি মুখার্জি। সম্প্রতি কফি উইথ করণ শোয়ে করণ জোহারের অতিথি হিসেবে হাজির হয়েছিলেন কাজল-রানি। পছন্দের পরিচালকের সঙ্গে জমিয়ে আড্ডা দেন দুই নায়িকা। করণও এমন বেশ কিছু প্রশ্ন সামনে তুলে আনেন, যা নিয়ে প্রথম থেকেই রানির অনুরাগীদের কৌতূহল ছিল। করণের কথায়, তাদের মধ্যে শুরুতে তেমন একটা বন্ধুত্ব ছিল না, কিন্তু কেন? খুল্লমখুল্লা জবাব দেন করণের অঞ্জলি আর টিনা।

রানি স্বীকার করে নেন যে অতীতে মুখার্জি বাড়ির বোনেদের মধ্যে তেমন ভাব ছিল না। তবে সেই দূরত্বের তেমনও কোনও বড় কারণ ছিল না। তাই সময়ের সঙ্গে সবই ঠিক হয়ে গেছে। আদিত্য চোপড়ার ঘরণী বলেন, সব পরিবারেই মতপার্থক্য থাকে, কিন্তু যদি মতপার্থক্যের কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণই না থাকে তাহলে কেনই বা অহেতুক এর জন্য সম্পর্কে দূরত্ব তৈরি হবে! শুধু তাদের মধ্যে 'যোগাযোগের অভাবেই সম্পর্ক ঠিক ছিল না' বলে জানান রানি মুখার্জি।

বোনের কথায় সায় দেন কাজলও। তিনি বললেন, সত্যি তেমন কোনও কারণ ছিল না। খুব স্বাভাবিক দূরত্ব। আমাদের কাছে সেই সময়টা কাজই প্রথম গুরুত্ব পেত। কাজলের কথা শেষ হতে না হতেই রানি বলে ওঠেন, 'কারণ আমরা সবাই ছোট ছিলাম, কাজল ছোটবেলা পরিবারের ছেলেদের সঙ্গে বেশি ঘনিষ্ঠ ছিলেন। এরপর ওরা থাকত শহরে, আর আমরা থাকতাম জুহুতে। তাই খুব একটা দেখাও হত না।'

রানির কথায়, দু'জনেরই বাবার মৃত্যুর পরই তাদের বন্ধুত্ব গাঢ় হয়েছে। একটি ইন্টারভিউতে কাজলের বোন তানিশা জানিয়েছিলেন, তিনি রানির অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার খবর পেয়েই যোগাযোগ করেছিলেন। তবে কাজলের চেয়ে বোন তানিশার সঙ্গে তার সম্পর্ক যে বেশি খোলামেলা তা স্বীকার করেছেন রানি মুখার্জি।

কবে আসছে 'অ্যানিমাল-২', জানালেন সিনেমাটির নির্মাতা

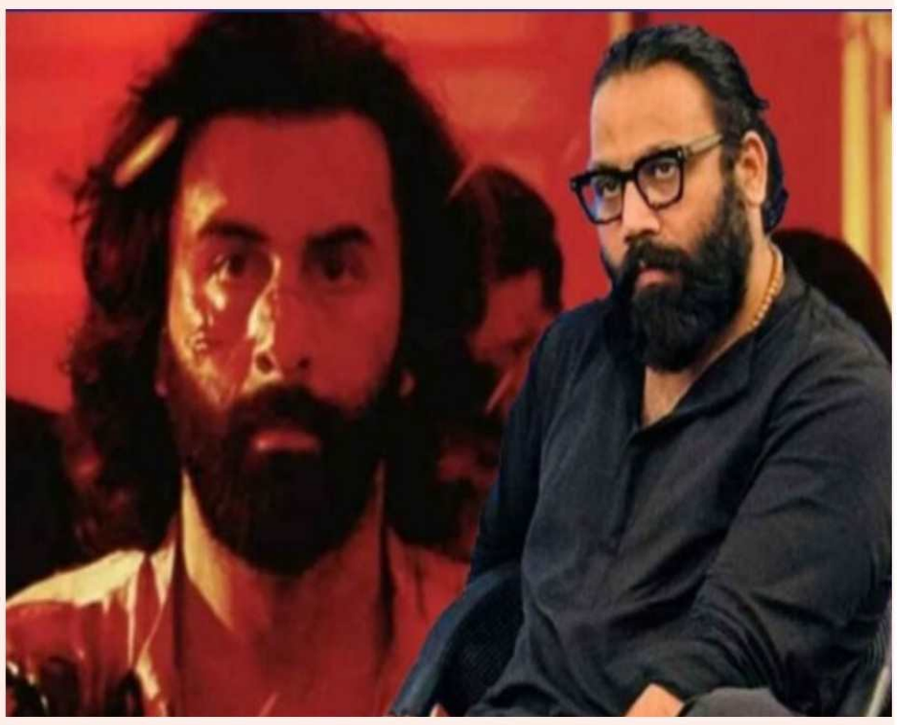

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বহুল আলোচিত সিনেমা 'অ্যানিমাল' দেখেনি এখন খুব কম মানুষ আছে। সেই ছবিতে রণবীর কাপুরের অভিনয় মুগ্ধ করেছে সকলকেই। এই ছবির শেষেই পরিচালক দেখিয়েছিলেন যে এই সিনেমার সিক্যুয়েল আসছে। অনেকেই মুখিয়ে আছেন এই সিক্যুয়েলের জন্য, যার নাম 'অ্যানিমাল পার্ক'।

সম্প্রতি সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গা জানিয়েছেন কবে আসছে সেই ছবি। সাম্প্রতিক অ্যাওয়ার্ড শোতে সিনেমাটির পরিচালক শেয়ার করেছেন, ২০২৬ সালে রণবীর কাপুর-অভিনীত 'অ্যানিমাল'-এর সিক্যুয়েলের কাজ শুরু হয়েছে। তিনি সন্দীপ রেড্ডি সিনেমাটিক ইউনিভার্সের সম্ভাবনার কথাও বলেছেন। পুরস্কার গ্রহণ করার সময় হোস্টরা তাকে রণবীর কাপুর-অভিনীত 'অ্যানিমাল' সিক্যুয়েল 'অ্যানিমাল পার্ক' সম্পর্কে কিছু বিশদ প্রকাশ করতে বলায় তখনই তিনি জানান, ছবিটি ২০২৬ সালে ফ্লোরে যাবে।

তিনি আরও যোগ করেছেন, 'অ্যানিমাল পার্ক' আসলে 'অ্যানিমাল'-এর চেয়ে বড় এবং আরও বন্য একটি সিনেমা হবে। যদিও এমন দাবি তিনি আগেও করেছিলেন।

প্লে-অফের লড়াইয়ে

টিকে থাকতে যা করতে হবে চেন্নাইকে

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : আইপিএলে লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টসের কাছে হেরে প্লে-অফের শঙ্কায় রয়েছে চেন্নাই সুপার কিংস।

মঙ্গলবার চেন্নাইয়ের স্টেডিয়ামে বড় রান তুলেও হারতে হয়েছে চেন্নাইয়ের। কাজে লাগেনি অধিনায়ক রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের শতরান। আইপিএলে এ নিয়ে পর পর দু'টি ম্যাচ হারল চেন্নাই। দু'বারই লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টসের কাছে। ফলে পয়েন্ট তালিকায় এক ধাপ নীচে নেমে গেছে মহেন্দ্র সিং ধোনির দল। তবে প্লে-অফের লড়াই থেকে ছিটকে যাওয়ার পরিস্থিতি এখনই তৈরি হয়নি। আরও ছ'টি ম্যাচ বাকি। তার মধ্যে অন্তত তিনটিতে জিতলেই প্লে-অফের দৌড়ে থাকতে পারে তারা।

আইপিএলে চার নম্বরে ছিল চেন্নাই। মঙ্গলবার হারের পর নেমে গেছে পাঁচে। লক্ষ্ণৌ চারে উঠে এসেছে। ৮ ম্যাচে তাদের ১০ পয়েন্ট। রান রেট ০.১৪৮। তার নীচেই রয়েছে চেন্নাই। ৮ ম্যাচে তাদের পয়েন্ট ৮। রান রেট ০.৪১৫। ছয়ে থাকা গুজরাটেরও ৮ পয়েন্ট। তবে রান রেট -১.০৫৫।

আইপিএলের শীর্ষে রয়েছে রাজস্থান রয়্যালস। ৮ ম্যাচে ১৪ পয়েন্ট পেয়ে তারা কার্যত প্লে-অফে এক পা রেখেই দিয়েছে। ৭ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে কলকাতাও প্লে-অফের স্বপ্ন দেখছে। তিনে থাকা হায়দরাবাদেরও পয়েন্ট ৭ ম্যাচে ১০। তারা রান রেটে (০.৯১৪) কলকাতার থেকে পিছিয়ে।

পয়েন্ট তালিকায় সবার শেষে রয়েছে বেঙ্গালুরু। ৮ ম্যাচে মাত্র ২ পয়েন্ট তাদের। পাঞ্জাব কিংসের আট ম্যাচে ৪ পয়েন্ট। এই দুই দলের কাছেই প্লে-অফে ওঠা কঠিন।

আইপিএলে মোহিতের লজ্জার রেকর্ড, পান্তের ঝড়

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : আগের ম্যাচে দলকে জেতাতে না পারায় ঋষভ পান্তর সমালোচনা হয়েছিল। সেই দাগ মুছতে এবার ঝড় তুললেন ব্যাট হাতে। অপরদিকে আইপিএলে সবচেয়ে খরুচে বোলিংয়ের রেকর্ড গড়লেন মোহিত শর্মা।

দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে বুধবার মুখোমুখি হয় দিল্লি ক্যাপিটালস ও গুজরাট টাইটান্স। আগে ব্যাট করতে নেমে দিল্লি নির্ধারিত ওভারে ৪ উইকেটে ২২৪ রান সংগ্রহ করে। যেখানে স্বাগতিকদের ব্যাট হাতে সামনে থেকে নেতৃত্ব দেন পান্ত।২০৪ স্ট্রাইকরেটে তিনি করেন ৮৮ রান। এছাড়া অক্ষর প্যাটেলের ৬৬ এবং শেষদিকে ত্রিস্টান স্টাবসের ঝোড়ো ছোট ক্যামিওতে বড় পুঁজি পেয়ে যায় দিল্লি।

তবে দিল্লির শুরুটা ভালো ছিল না। দুই ওপেনার পৃথ্বী শ এবং জ্যাক ফ্রেজার-ম্যাকগার্কের কেউই রান পাননি। যদিও দুজনেই ঝোড়ো তাণ্ডবের ইঙ্গিত দিয়ে শুরুটা করেছিলেন। পৃথ্বী ৭ বলে ১১ এবং ১৪ বলে ২৩ রান করেন ম্যাকগার্ক। এরপর ক্রিজে এসে ব্যর্থ সাই হোপ (৫)। পান্তকে সঙ্গ দিয়ে চাপের মুখে বুক চিতিয়ে লড়াই করেন অক্ষর প্যাটেল। ৪৩ বলে ৫টি চার এবং ৪টি ছক্কায় ৬৬ রানের ইনিংস খেলেন প্যাটেল।

একপ্রান্ত আগলে রাখা পান্ত মূল ঝড়টা তুললেন শেষ কয়েক ওভারে। যেন একেবারে চেনা বিধ্বংসী মেজাজেই তিনি ফিরলেন। মোহিত শর্মার শেষ ওভারেই শুধু ব্যাট হাতে তুললেন ৩০ রান। শেষ পাঁচটি বলের চারটিতে মারলেন ছক্কা, একটি চার। ৫টি চার এবং ৮টি ছক্কায় শেষ পর্যন্ত তিনি করলেন ৪৩ বলে ৮৮ রান।

দিল্লির এমন ঝড়ের ম্যাচে স্বাভাবিকভাবেই খরুচে ছিলেন গুজরাটের বোলাররা। তবে সবকিছুকে ছাপিয়ে গেলেন পেসার মোহিত শর্মা। ৪ ওভারে উইকেটশূন্য এই বোলার দিলেন ৭৩ রান। যা আইপিএলের এক ম্যাচে সর্বোচ্চ খরুচে বোলিংয়ের রেকর্ড। আগে ওই রেকর্ডটি ছিল বাসিল থাম্পির দখলে। হায়দরাবাদের হয়ে ২০১৮ আসরে তিনি ৪ ওভারে ৭০ রান দিয়েছিলেন।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ:

শুভেচ্ছাদূত হয়ে যা বললেন উসাইন বোল্ট

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডের সর্বকালের অন্যতম সেরা অ্যাথলেট তিনি। সর্বকালের সেরা অলিম্পিয়ানের ছোট্ট তালিকাতেও তার নাম থাকতে বাধ্য। সেই উসাইন বোল্টকে আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের শুভেচ্ছাদূত করেছে আইসিসি।

ক্রিকেটের প্রতি বোল্টের ঝোঁকের কথা প্রায় অনেকেরই জানা। এক চ্যারিটি ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিজ কিংবদন্তি ক্রিস গেইলকে আউট করার নজিরও গড়েছেন তিনি। এবার আন্তর্জাতিক ক্রিকেটেও যুক্ত হলেন জ্যামাইকার এই অ্যাথলেট।

ক্যারিবিয়ান অঞ্চল ও যুক্তরাষ্ট্রে আগামী ১ জুন থেকে শুরু হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। এবারই প্রথম যুক্তরাষ্ট্র কোনো আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ইভেন্ট আয়োজন করতে যাচ্ছে। বোল্টের মতে, ক্রিকেটের প্রতি দ্রুতই আরও মনোনিবেশ করবে আমেরিকা।

বোল্ট বলেন, 'টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের শুভেচ্ছাদূত হতে পেরে আমি রোমাঞ্চিত। ক্যারিবিয়ান থেকে উঠে আসা মানুষ আমি, যেখানে ক্রিকেট জীবনেরই একটি অংশ, এই খেলাটি সবসময় আমার হৃদয়ে বিশেষ এক জায়গা নিয়ে আছে এবং এমন মর্যাদাপূর্ণ টুর্নামেন্টের অংশ হতে পেরে আমি সম্মানিত বোধ করছি। বৈশ্বিকভাবে ক্রিকেটের উন্নতিতে অবদান রাখতে এবং বিশ্বকাপে নিজের শক্তি ও উৎসাহ দিয়ে কাজ করতে মুখিয়ে আছি আমি।'

'আমেরিকা খেলাধুলা ও এর প্রভাবকে প্রচুর বিশ্বাস করে এবং আমার কাছে এই মার্কেটে প্রবেশ করাটা বড় ব্যাপার। যখন তারা কোনো খেলাকে অনুসরণ করে, সেটা খুব ভালোভাবেই করে এবং তাতে ডুবে যায়। আমি মনে করি, তারা যদি এটা ধরতে পারে, তাহলে সঠিক পথেই এগোবে। তাদের উৎসাহ সম্পর্কে আমি যা জানি, তা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ফিরিয়ে আনতে পারলে দারুণ হবে।'

আইসিসি থেকে সুসংবাদ

পেলেন শাহীন, বাবরের দুঃসংবাদ

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : পাকিস্তানের তারকা ক্রিকেটার বাবর আজম ও শাহীন আফ্রিদি। গেল ওয়ানডে বিশ্বকাপের পর থেকেই আলোচনায় রয়েছেন তারা। জাতীয় দলের অধিনায়কত্ব নিয়ে বারবার সমালোচিত হয়েছেন এই দুই তারকা। তবে এবার এই দুইজনের একজন আইসিসি থেকে পেয়েছেন সুসংবাদ এবং অন্যজন পেয়েছেন দুঃসংবাদ।

আসন্ন টি-২০ বিশ্বকাপের প্রস্তুতি নিতে ঘরের মাঠে পাঁচ ম্যাচের সিরিজ খেলছে পাকিস্তান। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে চলমান এই সিরিজে নেই হারিস রউফ। এখন পর্যন্ত সিরিজের তিনটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই ৩ ম্যাচে ৪ উইকেট নিয়েছেন শাহিন আফ্রিদি।

আর এতেই রেটিং পয়েন্টের যোগ বিয়োগের খেলায় রউফকে টপকে আইসিসির টি-২০ র‍্যাঙ্কিংয়ে আবারও পাকিস্তানের শীর্ষ বোলার হয়েছেন আফ্রিদি। অবশ্য রউফকে টপকে গেলেও র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষ ১৫-তেও নেই পাকিস্তানের সদ্য সাবেক অধিনায়ক। দুই ধাপ এগিয়ে ১৭ নম্বরে উঠেছেন ২৪ বছর বয়সী এই পেসার।

এদিকে চার ধাপ পিছিয়ে ২২ নম্বরে নেমে গেছেন রউফ। বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে আফ্রিদির ঠিক পরেই ১৮ নম্বরে আছেন নিউজিল্যান্ডের লেগ স্পিনার ইশ সোধি। পাকিস্তানের বিপক্ষে ৩ উইকেট নেয়া সোধি পাঁচ ধাপ এগিয়েছেন। কিউইদের সেরা বোলার মিচেল স্যান্টনার। সিরিজের নিউজিল্যান্ড দলে না থাকা স্যান্টনার অবশ্য পয়েন্ট হারিয়ে পাঁচ ধাপ পিছিয়ে ১৫ নম্বরে নেমে গেছেন। টি-২০ বোলারদের এক নম্বর জায়গাটা ধরে রেখেছেন ইংল্যান্ডের লেগ স্পিনার আদিল রশিদ।

এদিকে ব্যাটসম্যানদের র‍্যাঙ্কিংয়ে নিউজিল্যান্ডের টিম সাইফার্ট তিন ধাপ এগিয়ে উঠেছেন ২৪ নম্বরে। তার সতীর্থ মার্ক চ্যাপম্যান লম্বা লাফই দিয়েছেন। পাকিস্তানের বিপক্ষে সিরিজের তৃতীয় ম্যাচে ৪২ বলে অপরাজিত ৮৭ রানের ইনিংস খেলে নিউজিল্যান্ডকে জেতানো ব্যাটসম্যান ১২ ধাপ এগিয়ে উঠেছেন ৩৩ নম্বরে।

পাকিস্তান অধিনায়ক বাবর আজম এক ধাপ পিছিয়ে নেমে গেছেন পাঁচে। মোহাম্মদ রিজওয়ান আছেন আগের মতোই তিনে। বুধবার (২৪ এপ্রিল) প্রকাশিত সর্বশেষ র‍্যাঙ্কিংয়ে ক্যারিয়ারসেরা অবস্থানে উঠেছেন নেপালের দীপেন্দ্র সিং ঐরী।

যুবরাজ সিং ও কাইরন পোলার্ডের পর তৃতীয় ব্যাটসম্যান হিসেবে আন্তর্জাতিক টি-২০তে এক ওভারে ছয় ছক্কা মারা ব্যাটসম্যান ১০ ধাপ এগিয়ে উঠে এসেছেন ৫০ নম্বরে। পরশ খাড়কা, কৌশল ভুরতেল ও রোহিত পৌডেলের পর চতুর্থ নেপালি হিসেবে র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষ ৫০-এ উঠলেন ঐরী।

ব্যাটিংয়ে ভারতের সূর্যকুমার যাদব ও অলরাউন্ডার র‍্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশের সাকিব আল হাসান শীর্ষস্থান ধরে রেখেছেন।

রিজওয়ানকে টি-টোয়েন্টির

ব্র্যাডম্যান বললেন শাহিন আফ্রিদি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : সর্বকালের অন্যতম সেরা ব্যাটার ডন ব্র্যাডম্যান। ৫২ টেস্ট খেলে তার ঈর্ষণীয় ৯৯.৯৪ গড় এখনো অনেকের চোখেমুখে বিস্ময় জাগিয়ে তোলে। সাবেক এই অজি ব্যাটার যখন খেলতেন তখন টি-টোয়েন্টি তো দূরের কথা ওয়ানডে ক্রিকেটও ভূমিষ্ঠ হয়নি। তার সঙ্গে অনেকেরই তুলনা করা হয়েছে। এবার নিজ দলের সতীর্থ মোহাম্মদ রিজওয়ানকে টি-টোয়েন্টির ব্র্যাডম্যান বললেন শাহিন শাহ আফ্রিদি। চলমান নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে ৭ উইকেটের দাপুটে জয় পায় পাকিস্তান। সে ম্যাচে অপরাজিত ৪৫ রানের ইনিংস খেলার পথে টি-টোয়েন্টিতে দ্রুততম ৩ হাজার রানের রেকর্ডের মালিক হয়েছেন রিজওয়ান। যা ছুঁতে তাকে খেলতে হয়েছে ৭৯ ইনিংস। তাতেই ছাড়িয়ে যান ৮১ ইনিংসে ৩ হাজার রান করা বাবর আজম ও বিরাট কোহলিকে।

রিজওয়ানকে অভিনন্দন জানিয়ে শাহিন টুইটারে লেখেন, 'টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের ব্র্যাডম্যান ও পাকিস্তানের সুপারম্যান মোহাম্মদ রিজওয়ানকে ৩ হাজার রান করার জন্য শুভেচ্ছা। আপনার প্রভাব খেলাটিকে রূপান্তরিত করেছে এবং সংশয়বাদীদের চুপ করিয়ে দিয়েছে। এভাবেই উড়তে থাকুন, চ্যাম্পিয়ন! আপনি অনেকের জন্যই অনুপ্রেরণা।'

রিজওয়ানের রেকর্ড ছোঁয়ার রাতে ১৩ রানে ৩ উইকেট নিয়ে ম্যাচসেরা হয়েছেন শাহিন। তাই তাকে ধন্যবাদ জানাতে ভোলেননি রিজওয়ান। টুইটারে তিনি লেখেন, 'পাকিস্তান দলের তারকাদের একত্রিত করায় এবং আমার জন্য আরেকটি দুর্দান্ত উদযাপনের উপলক্ষ এনে দেওয়ায় শাহিন শাহ আফ্রিদিকে অনেক ধন্যবাদ। অটুট সমর্থনের জন্য আমাদের অসাধারণ ভক্তদের ও আমার সব সতীর্থদের প্রতি কৃতজ্ঞ আমি। যেটা আগেও বলেছি, আমার আর অধিনায়ক বাবরের রেকর্ড একই।'

ওডিশাকে হারিয়ে ফাইনালে মোহনবাগান

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : রয় কৃষ্ণাদের ২-০ ব্যবধানে উড়িয়ে টানা দ্বিতীয় বার আইএসএল ফাইনালে মোহনবাগান। ম্যাচের আগে অনেক কথাই হয়েছে। বিশেষ করে বলতে হয় রয় কৃষ্ণার কথা। ওডিশা এফসির অন্যতম শক্তি। প্রথম লেগের ম্যাচে তাঁর গোলই পার্থক্য গড়ে দিয়েছিল। একটা সময় হাবাসের কোচিংয়ে খেলেছেন রয় কৃষ্ণা। কলকাতার এই ফ্যাঞ্চাইজিতেই। প্রথম লেগে হাবাস তাঁকে আটকাতে পারেননি। দ্বিতীয় লেগে হাবাস বুঝিয়ে দিলেন, তিনিই বস।

৬০ হাজারের বেশি সমর্থক একসঙ্গে চিৎকার করলে যে কোনও প্রতিপক্ষর কাছেই তা বিপদের ঘণ্টা। যুবভারতীতে এমন পরিস্থিতিই হল ওডিশা এফসির। ইন্ডিয়ান সুপার লিগ সেমিফাইনালের প্রথম লেগে জিতেছিল ওডিশা। কলিঙ্গ স্টেডিয়ামে ১ গোলে এগিয়ে ছিল সবুজ মেরুন। সেখান থেকে ১-২ ব্যবধানে হার। হাবাসের টিমের ভরসা ছিল, দ্বিতীয় লেগে ঘুরে দাঁড়াবোই।

রয় কৃষ্ণাদের ২-০ ব্যবধানে উড়িয়ে টানা দ্বিতীয় বার আইএসএল ফাইনালে মোহনবাগান। ম্যাচের আগে অনেক কথাই হয়েছে। বিশেষ করে বলতে হয় রয় কৃষ্ণার কথা। ওডিশা এফসির অন্যতম শক্তি। প্রথম লেগের ম্যাচে তাঁর গোলই পার্থক্য গড়ে দিয়েছিল। একটা সময় হাবাসের কোচিংয়ে খেলেছেন রয় কৃষ্ণা। কলকাতার এই ফ্যাঞ্চাইজিতেই। প্রথম লেগে হাবাস তাঁকে আটকাতে পারেননি। দ্বিতীয় লেগে হাবাস বুঝিয়ে দিলেন, তিনিই বস।

প্রথম লেগে ১-২ ব্যবধানে হারায়, আজকের ম্যাচে অন্তত ২-০ ব্যবধানে জিততে হত মোহনবাগানকে। লড়াইটা সহজ ছিল না। তবে গ্যালারি পাশে থাকলে সব সম্ভব। এ মরসুমে ডুরান্ড কাপ জিতেছে মোহনবাগান। আইএসএল লিগ শিল্ড জিতে ইতিহাস গড়েছে। এ বার আইএসএল নকআউট জয়েই নজর। গত বারের চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগানকে এদিন ২২ মিনিটে এগিয়ে দেন জেসন কামিংস। তবে ১ গোল যথেষ্ট ছিল না। এগ্রিগেট ২-২। আরও একটা গোল প্রয়োজন। এর জন্য অপেক্ষা ক্রমশ বাড়তেই থাকে।

গরম যতই থাক। হাল ছাড়েনি মোহনবাগান। বরং বাড়তি তাগিদ নিয়ে ঝাঁপিয়েছে। সমর্থকরা যাতে হাসি মুখে মাঠ ছাড়তে পারেন, সেই লক্ষ্যই ছিল। অবশেষে তা পূরণ হয় অ্যাডেড টাইমে। ম্যাচের দ্বিতীয় গোলটি করেন সাহাল আব্দুল সামাদ। ২-০'র জয়ে টানা দ্বিতীয় বার আইএসএল ফাইনালে মোহনবাগান। এ বার অপেক্ষা ত্রি-মুকুটের।

এভারটনের কাছে হার,

শিরোপা স্বপ্নে ধাক্কা খেল লিভারপুল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ক্রিস্টাল প্যালেসের কাছে হেরে বড় ধাক্কা খেয়েছিল লিভারপুল। পরের ম্যাচে ফুলহামের বিপক্ষে সহজে জিতলেও এবার হোঁচট খেল মার্সিসাইড ডার্বিতে। তাদের ২-০ গোলে হারিয়ে ১৪ বছর পর ঘরের মাঠে ডার্বি জয়ের স্বাদ পেল এভারটন।

হারার পর যদিও আগের মতো প্রিমিয়ার লিগের পয়েন্ট টেবিলের দুইয়েই আছে লিভারপুল। কিন্তু দুই ম্যাচ কম খেলা ম্যানচেস্টার সিটি ৭৩ পয়েন্ট নিয়ে ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছে তাদের ওপর। ৩৪ ম্যাচ শেষে সেই ৭৪ পয়েন্টেই আছে ইয়ুর্গেন ক্লপের দল। তবে তাদের শিরোপা স্বপ্নে এই হার বড় ধাক্কাই দিয়েছে। সমান ম্যাচে ৭৭ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আর্সেনাল।

গুডিসন পার্কে ম্যাচের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এভারটনকে চাপের মধ্যে রাখে লিভারপুল। কিন্তু পাল্টা আক্রমণে বাজিমাত করেছে এভারটনই। ২৭ মিনিটে তাদের এগিয়ে দেন জ্যারাড ব্রান্থওয়েট। বিরতির আগ পর্যন্ত গোল বঞ্চিত থাকেন লিভারপুলের মোহামেদ সালাহ, লুইস দিয়াস ও দারউইন নুনিয়েসরা। দ্বিতীয়ার্ধেও সেই একই চিত্র। উল্টো ৫৮ মিনিটে কর্নার থেকে দারুণ হেডে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন ডমিনিক ক্যালভার্ট লুইন। দুই গোল হজমের পর আর ম্যাচে ফিরতে পারেনি লিভারপুল। ৬৯ মিনিটে লুইস দিয়াসের শট পোস্টে লাগে ফিরে আসে। এরপর আরও আক্রমণ চালায় তারা, কিন্তু কোনো কাজ হয়নি। এনিয়ে প্রিমিয়ার লিগে টানা ১৩ ম্যাচ পর প্রথম জয়ের দেখা পেল এভারটন। সেটাও নগর প্রতিদ্বন্দ্বীদের হারিয়ে।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR